بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ই নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনাদের সবারই জানা আছে যে, সম্প্রতি আমি কানাডা সফরে ছিলাম। একটানা প্রায় ৬ সপ্তাহের দীর্ঘ প্রোগ্রাম ছিল এটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতী অনুষ্ঠানমালার দৃষ্টিকোণ থেকেও আর অ-আহমদীদের সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই সফর সকল অর্থে কল্যাণময় প্রমাণিত হয়েছে। কানাডার জলসা সালানার পর সেখানকার জলসার প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিব্যক্তি এবং প্রশাসনিক কথাবার্তা আর খোদার কৃপাবারির প্রেক্ষাপটে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতার কথা আমি সেখানেই পরবর্তী খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম। অন্যান্য ব্যস্ততা এবং অপরাপর আরো যেসব প্রোগ্রাম হয়েছে আজ সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডার জামাতও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জামাতের মত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী জামাতগুলোর একটি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানকার যুবক যুবতীরা জামাতী কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক চেতনায় সমৃদ্ধ, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যম এবং প্রেস ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে যুবকরা অনেক কাজ করেছে এবং ব্যাপক পরিসরে জামাতকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছে। আর তাদের এই প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা ফলপ্রদও করেছেন। রাজনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে পূর্বেই সেখানে পরিচিতি ছিল এবং বেশ ভালো যোগাযোগও ছিল। এই ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগতি সাধন করেছে। কিন্তু এবার প্রচার মাধ্যমে কভারেজ পাওয়ার দিকে থেকে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আসল কথা হলো এটি বিশেষভাবে খোদার ফযল বা কৃপায় হয়েছে। এরা তো শুধু স্পর্শ করেছে বা হাত লাগিয়েছে আর খোদা তাতে অশেষ বরকত সৃষ্টি করেছেন। বরং এই কর্মী বা ছেলেরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, আমরা প্রত্যাশাতীত সাড়া পেয়েছি। এক সময় আমাদের পক্ষ থেকে এই চেষ্টা হতো যে, কোনভাবে পত্র-পত্রিকায় আমাদের সংবাদ বা উল্লেখ এসে গেলে জামাতও পরিচিত হবে এবং 'ইসলাম'-এরও সঠিক পরিচিতি পাওয়ার সুযোগ আসবে। কিন্তু পত্র-পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যম খুব একটা গুরুত্ব দিত না। আর এবার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রচার মাধ্যমের লোকেরা আমাদের পিছনে লেগে থাকতো যে, আমাদেরকে সময় দাও, আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সাক্ষাৎকার নেব, তাঁর সাথে কথা বলতে চাই। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। এ কারণে যতটা সম্ভব ছিল প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে বা সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছে আর বাকীদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়েছে। এখন আমাদের

সেখানকার মিডিয়া টীম বা গণযোগাযোগ টীমের উচিত হবে যাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল তাদের সাথে যোগাযোগও রাখুন আর সাক্ষাত করেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিন, কেননা পরবর্তীতে গণ-সংযোগ অব্যাহত রাখার জন্য এটি এক জরুরী বিষয়। যাহোক, এখন আমি সংক্ষেপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষদের কিছু অভিব্যক্তি বা ভাবাবেগ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে নতুন তিনটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মসজিদে এমন অনুষ্ঠানও হয়েছে যাতে অ-আহমদীদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এছাড়া তাদের জাতীয় সংসদেও একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলেও তাদের সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। সেইসাথে টরন্টো এবং ক্যালগেরিতে পীস সিম্পোযিয়াম বা শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেখানে অ-মুসলিমদের সামনে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। খোদা তা'লার কৃপায় সর্বত্রই মানুষ ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছে। প্রথমে আমি সংক্ষিপ্তভাবে টরন্টোর মিডিয়া কভারেজের কথা উল্লেখ করছি। টরন্টোতে তিনটি ইন্টারভিউ ছাড়াও ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে যার কথা তো পরে আসবে। সেখানে তিনটি সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ হয়েছে, যার একটি ছিল 'গ্লোবাল নিউজ টরন্টো'-র সাথে, কানাডার এক প্রসিদ্ধ সংবাদ নেটওয়ার্ক এটি। এই ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারটি পরবর্তীতে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়ও প্রচার করা হয়েছে, আর প্রায় তিন লক্ষ মানুষ তা দেখেছে। এছাড়া, এই রিপোর্ট হস্তগত হওয়া পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ মানুষ অনলাইনে বা ইন্টারনেটেও এটি দেখেছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিয়েছে সেখানকার জাতিয় নিউজ চ্যানেল সিবিসি। তাদের খ্যাতনামা একজন সাংবাদিক এবং চীফ করেসপন্ডেন্ট পিটার্স ম্যান ব্রিজ এই ইন্টারভিউ নিয়েছেন। ইন্টারভিউটি পূর্বেই নেয়া হয়েছিল তবে দুই সপ্তাহ পর তারা এটি প্রচার করেছে, আর সাক্ষাৎকারটি প্রায় আধা ঘন্টার ছিল যা জাতিয় টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, ইনি সেখানকার সবচেয়ে প্রবীন সাংবাদিক এবং তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। এই সাক্ষাৎকারে ইসলাম, পৃথিবীতে বিরাজমান পরিস্থিতি, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব এবং উগ্রপন্থীরা আজকাল ইসলামকে যে দুর্নাম করে রেখেছে এসব বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। এর কিছু অংশ তারা প্রচার করেছে আর কিছু অংশ প্রচার করা হয়নি। যাহোক এরপরও একটি ভালো কভারেজ ছিল এটি। অনুরূপভাবে গ্লোব এন্ড মেইল, একটি জাতিয় পত্রিকা এটি, এর পূর্বের যে ইন্টারভিউর কথা আমি উল্লেখ করেছি, সিবিসি-র এই ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় দশ মিলিয়ন বা এক কোটি কানাডিয়ান পর্যন্ত আমাদের বার্তা পৌঁছেছে, সেইসাথে পত্রিকার মাধ্যমে এর ওপর বিস্তারিত সংবাদও ছেপেছে। এছাড়া ইউটিউব চ্যানেলেও এটি এসেছে। এর মাধ্যমেও প্রায় এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ মানুষ আমাদের সংবাদ পেয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতার প্রেক্ষাপটেও পত্র-পত্রিকা এবংপ্রচার-মাধ্যম সংবাদ ছেপেছে। এতেও

প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ সেই বক্তৃতা সম্পর্কে অবগত হয়েছে বা আমাদের পয়গাম সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

এখন আমি পরবর্তী অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি। জলসার পর প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছে অটোয়া-তে, যা কানাডার রাজধানী। সেখানকার, কানাডার জাতীয় সংসদে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ছিল, ব্যস্ততা ছিল, বিভিন্ন মানুষের সাথেমেলামেশা-আলাপচারিতা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ হয়েছে, এছাড়া আরো কয়েকজন মন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে। সাক্ষাতের পরিবেশ ছিল খুব সুন্দর, আর জামাতের সাথে তারা যে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে এর জন্য আমি তাদের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছি।

এরপর, সংসদ ভবনের একটি হলে যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে কানাডা সরকারের ছয়জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, ৫৭ জন জাতীয় সংসদের সদস্য এবং বিভিন্ন দেশের ১১ জন দূত উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী এবং লিবিয়া দূতাবাসের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন, অন্টারিও প্রদেশের মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন এবং ত্রিশের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন যাদের মাঝে চীফ অব স্টাফ এবং মন্ত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া খ্রিস্টান চার্চ ইভেঞ্জেলিকাল ফেলোশিপের ডাইরেক্টর, কানাডা রেড ক্রসের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান, আরসিএমপি-র এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণও এদের মাঝে ছিলেন। কিছু ডীন এবং ভাইস প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। কানাডিয়ান কাউন্সিল ফর মুসলিম-এর ডাইরেক্টর, মার্কিন সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি, থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কতিপয় সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার হর্তাকর্তা বা নীতিনির্ধারক মনে করে এক কথায় সেখানে এটি ছিল তাদের একটি ভালো জমায়েত। ইসলামী শিক্ষার আলোকে সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের যে আচার-আচরণ এবং যে দ্বৈততা বা ডুয়েলিটি মানুষ প্রদর্শন করে তাও আমি তাদের সামনে স্পষ্ট করেছি এবং বলেছি যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের দোষারোপ করো না বরং নিজেদের কর্ম-কান্ডের প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দাও। আর তোমাদের কারণেই অনেক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে। যাহোক এরপর মানুষের যে ইম্প্রেশান এবং অভিব্যক্তি ছিল তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সংসদ সদস্য ডিসেগ্রো সাহেব বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এই বক্তব্য, ‘আমরা কিভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে পারি’ সেই সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনায় পরিপূর্ণ ছিল। এতে এটি স্পষ্ট ছিল যে, এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, এই সংসদে যেই শান্তির বাণী প্রদান করা হয়েছে তা সারা পৃথিবীতে প্রচার করা আবশ্যক।

আরেকজন সাংসদ হলেন, কেভিন ওয়ান সাহেব। তিনি বলেন, খলীফা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বহুবিধ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। আমি বিশেষভাবে এই কথায় প্রভাবিত হয়েছি যে,

জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তৃতায় কুরআনের বহু আয়াত উপস্থাপন করেছেন, আমার মত ব্যক্তি যার ধর্মীয় জ্ঞান খুবই স্বল্প তার জন্য এটি খুবই সুখকর বিষয় ছিল। এতে আমার জ্ঞানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপস্থিত সবাই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপসংহার টেনেছেন এবং মন্তব্যও করেছেন। অনুরূপভাবে ইসরাইলী দূতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন শান্তির জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী ছিল। আর পৃথিবীর সব ধর্মের পরস্পরের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে আজ পরিবর্তন এসেছে এবং এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব এই বক্তৃতা ছাপিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার করা উচিত। মানুষ যদি এই বাণীর অনুসরণ করে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব। এই বক্তৃতায় উল্লেখিত সহনশীলতার দিকটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, আর এদিকটিও যে, সব মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত, সে মুসলমান হোক বা ইহূদী, সবারই প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত।

এরপর সিনিয়র ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন জজ এবং এ বছর সেখানকার স্যার জাফরুল্লাহ্ খান স্মারক পুরস্কার যিনি পেয়েছেন, লুইস হার্ভার সাহেবা, তিনি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুবই স্পষ্ট ভাষায় আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর একইসাথে পাশ্চাত্যের সমাজের বিভিন্ন সমস্যাবলীর ওপরও আলোকপাত করেছেন। আর তা হলো এদের আচার-আচরণেও অনেক সময় কপটতা পরিলক্ষিত হয় এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রাপ্য অধিকার তারা দেয় না।

এরপর সংসদ সদস্য রাজ সিনি বলেন, খলীফা ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ধর্ম। আর যেসব মুসলমান এই শিক্ষার অনুসরণ করে না তারা সত্যিকার মুসলমান নয়।

অনুরূপভাবে একজন সাংসদ হলেন মাজেদ জাওয়াহিরি সাহেব। খুব সম্ভব কোন আরব দেশের সাথে তার সম্পর্ক। তিনি বলেন, পৃথিবীতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। খলীফা প্রদত্ত বাণীতে আজকে আমরা এই কথাটি শুনেছি এবং আমাদেরকে সম্মিলিতভাবেই এই চ্যালেঞ্জের উত্তর খুঁজতে হবে। এছাড়াও আরো অনেক সমস্যা আছে যেমন: সামাজিক সংকট, সন্ত্রাস, এইসব সমস্যা দূরীভূত করার জন্যও আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

এরপর ক্রিস্টি ডিংকন সাহেবা যিনি সাংসদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রীও, তিনি বলেন, একটি কথা বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে। (তার সাথে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত মন্তব্যও করেছেন) তিনি বলেন, একবার যে বন্ধু হয়ে যায় সে চিরদিনের বন্ধু হয়ে থাকে। খলীফা তাঁর বক্তৃতায় বেশকিছু দিক তুলে ধরেছেন যেমন, সমতা ও ন্যায়বিচার, শান্তি, যুব-শ্রেণী, জাতিসংঘ আর আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করা, এসব

বিষয়ই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমার জন্য স্নেহশীল এক পরিবারের মত।

অনুরূপভাবে আরেকজন সাংসদ নিকোলা ডি অরিও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বা নিজস্ব ভাবাবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, খুবই উন্নত বক্তৃতা ছিল যাতে বর্তমান বিশ্বের সকল সমস্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ধর্মীয় পটভূমিতে পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাবলীর ওপর আলোকপাত করেছেন। জামাতে আহমদীয়াও একটি অসাধারণ জামাত, আর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের জন্য এটি একটি আদর্শ স্থানীয় সংগঠন। এছাড়া খলীফা এদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের সহনশীল হওয়া উচিত। আর আক্রমণাত্মক আচরণ বা আগ্রাসনের ফলাফল আক্রমণ বা আগ্রাসনই হয়ে থাকে। আমরা যদি সহনশীলতার একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যই অবলম্বন করি তাহলেও আমরা অনেক বড় পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম জামাতে আহমদীয়ার ইমাম এখানে আসবেন আর প্রথাগত কিছু কথা বলে এবং কৃতজ্ঞতামূলক কয়েকটি বাক্য বা বুলি আউড়িয়ে বসে যাবেন। কিন্তু যেই বক্তৃতা হয়েছে, তা শুনার পর আমার মতামত হলো এর চেয়ে উত্তম কোন বক্তৃতা আমি শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। সারা পৃথিবী যেসব সমস্যার সম্মুখীন তিনি সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেন, যেমন: জলবায়ুর পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সমস্যা, গৃহযুদ্ধ, আর এসবকিছুর মূল কারণ হিসেবে তিনি অন্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক যুগের সমস্যাবলী নিরসনের সমাধানও তিনি তুলে ধরেছেন। আর তিনি এটিও বলেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়। অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হওয়া উচিত যা পাশ্চাত্য অবাধে করে চলেছে এটিও বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত কারণ এখানে শান্তি সম্পর্কে আলোচনাকারী এক ব্যক্তির কথা শোনার সুযোগ হয়েছে। তিনি যেভাবে সারা পৃথিবীকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিতি দান করছেন, সেটিই সত্যিকার রীতি।

জার্মান দূত ওয়ার্নার ওয়েন্ট বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কন করেছেন। আমরা সকলেই এমন শান্তিপূর্ণ এমন ভবিষ্যতের কামনা করি। তাঁর বক্তৃতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম, আর আমরা সবাই ইউরোপে আগমনকারীদের সাথে সম্মিলিতভাবে বসবাস করতে পারি। বক্তৃতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমাদের সবার পৃথিবীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা উচিত, আর এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, মানুষ যেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পায়। আমি এই কথাও বলেছিলাম যে, কোন সরকারেরই ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আরো বিভিন্ন বিষয় যেমন: পর্দা, মসজিদ ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন ইউরোপে উঠেই থাকে, আর এগুলো এমন বিষয়াদি যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে।

অনুরূপভাবে একজন চীফ ইমাম এবং পন্ডিত ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ জেবার সাহেব। সম্ভবত কোন আরব দেশের সাথে তার সম্পর্ক অথবা এখানে কোন মসজিদের তিনি ইমাম। তিনি বলেন, আমি একজন সুন্নী ইমাম, আর একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, এই বক্তব্য পৃথিবীতে শান্তি

প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করেছে। পৃথিবীবাসীর এই দিক-নির্দেশনার আজ একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ছিল কেননা তিনি কোন একটি দলকে এককভাবে অভিযুক্ত করেননি, বরং বলেছেন পৃথিবীর এই অস্বস্তি এবং অশান্তি সব দলেরই ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে। আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে নিয়ে সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। খলীফা এই বক্তৃতায় সেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কোন মানুষই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তিনি বলেন, এটি খুবই উত্তম এক বক্তৃতা ছিল, আর এতে সেই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে যার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, এছাড়া আইন প্রনয়ণকারীদের সমাধানের বিকল্প পথও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, খলীফা ইসলামিক আইডিয়োলজি বা দৃষ্টিভঙ্গীকে খুবই আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন আর অনেক কঠিন বিষয়ও তিনি এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যেন মানুষের আবেগ-অনুভূতিতেও আঘাত না আসে।

আরেকজন অতিথি গারনেড জীনাস বলেন, খলীফার বাণী খুবই উন্নত ছিল অর্থাৎ ধর্ম এবং ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দ সমাজে শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কিভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারি। তিনি বলেন, আমরা সচরাচর পরস্পরকে দোষারোপ করে থাকি, কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমাম স্পষ্ট করেছেন যে, কিভাবে পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য দেশ, স্ব স্ব ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পৃথিবীর অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

একজন শিখ অতিথি বলেন, পাশ্চাত্যের একটি সংসদে এসে খলীফা বলেছেন যে, পৃথিবীর অস্বস্তি এবং অশান্তির পিছনে পাশ্চাত্যেরও হাত রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি এ কথার ওপরও আলোকপাত করেছেন যে, পাশ্চাত্য যে অস্ত্র বিক্রি করে তা কীভাবে সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছে যায়। আর এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, কানাডার যে সমস্ত অধিবাসী সন্ত্রাসী কার্যক্রমে যোগ দেয় তার শতকরা বিশ ভাগ হলো মহিলা আর এভাবে তারা ভাবিষ্যত প্রজন্মকেও একই রং-এ রঙ্গীন করবে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি পূর্বে কখনো ভাবিনি। খলীফার আরেকটি কথা আমার খুব ভালো লেগেছে আর তা হলো, তিনি কুরআনের বরাতেও কথা বলেছেন যে, আমাদের স্বীয় অঙ্গীকার এবং আমানতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। আর খুবই সুন্দরভাবে তিনি এটিও বলেছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতাও একটি আমানত আর সরকারী কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে নিজেদের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত। তিনি নিজের মন্তব্যে আরো বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম এটিও বলেছেন যে, মুসলমান আলেম শ্রেণী জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে আর এ কারণেই নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। খলীফা পাশ্চাত্যকেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে, তোমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর বাক-স্বাধীনতার বুলি আওড়ে থাক, তাই তোমাদের দায়িত্ব হলো, নিজেদের এসব দাবিকে সত্য প্রমাণ করা আর ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় যেমন পর্দা এবং ইবাদতগাহ্-র ওপর বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। খুব সুন্দরভাবে তিনি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পার্লামেন্ট ভবনে

যে অনুষ্ঠান হয়েছে এর প্রেক্ষাপটে এই দু'একটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরলাম। এমনই আরো বহু মন্তব্য রয়েছে মন্ত্রীদেরও আর অন্যান্য লোকদেরও।

পার্লামেন্ট হিলের অনুষ্ঠানের যে মিডিয়া কাভারেজ হয়েছে এক্ষেত্রে প্রধানত প্রধান মন্ত্রী তার টুইট একাউন্টে লিখেছেন যে, আজ অটোয়ায় জামাতে আহমদীয়ার খলীফা মির্যা মাসরূর আহমদ-এর সাথে সাক্ষাতে খুবই আনন্দিত হয়েছি, একই সাথে তিনি নিজের ছবিও তাতে দিয়েছেন আর এরপর এটি রিটুইটও হতে থাকে। একইভাবে পত্র-পত্রিকায় এই পুরো অনুষ্ঠানের সংবাদ যেভাবে প্রচারিত হয়েছে এর ফলে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে টরন্টোর আইওয়ানে তাহের-এ একটি শান্তি সম্মেলন হয়েছে, সেখানে ৬১৪ জন অ-আহমদী এবং অমুসলিম এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন যাদের মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়র, কাউন্সিলর, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, আইনবিদ; এক কথায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিল।

প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জার পাদ্রি পীস সিম্পোযিয়াম বা শান্তি সম্মেলনের বক্তৃতা শোনার পর বলেন, আজ জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। কেননা এটি শান্তি, ভালোবাসা এবং আশার এক বাণী ছিল যা রং, বর্ণ বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ বক্তৃতায় সারা পৃথিবীর জন্য শান্তির বাণী ছিল। এ বক্তৃতার গুরুত্ব হলো, পৃথিবীতে অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে এবং ভয়-ভীতি ছেয়ে আছে কিন্তু আজকের বক্তৃতায় এটি স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের মাঝে সমমূল্যবোধ বেশি আর মতভেদ সংক্রান্ত বিষয়াদি অনেক কম। এটি অনেক বড় একটি শুভ সংবাদ যার প্রতি মানুষের কর্ণপাত করা উচিত।

আরেকজন অতিথির নাম হলো, গ্রেগ কেনেডি, তার বোন অতি সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আজ আমি আমার বোনের সাথে এখানে এসেছি। অতি সম্প্রতি আমার এ বোন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখা যে, জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা কী। আর এখন জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী শুনে আমার আনন্দের সীমা নেই যে, আমার বোন এমন স্নেহশীল, সহযোগী ও মানব সেবক লোকদের দলে যোগ দিয়েছে। যেসব কথা আমি আজ শিখেছি তাতে আমি খুবই আনন্দিত। আমাদের জামাত পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে যে মানবসেবা করছে এ বক্তৃতায় আমি তা-ও উল্লেখ করেছি অর্থাৎ শান্তি সম্মেলনের এই বক্তৃতায়।

অনুরূপভাবে আরেক ব্যক্তি যিনি সংসদ ভবনের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন নাইল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল হালাওয়াজী। তিনি বলেন, আজকের বাণী খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের সবার ভালোবাসার সাথে সহাবস্থান করা উচিত এবং কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমরা যদি পরস্পরকে ঘৃণাই করতে থাকি তাহলে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি বলেন, সংসদে আমি যখন জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনলাম তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সংসদে এসে কোন মুসলমান নেতা এভাবে বক্তৃতা করতে পারে! ভয়ের কোন

চিহ্ন তাঁর মাঝে ছিল না, অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি নিজের বক্তৃতা করেছেন আর সবার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটিই ইসলামের সত্য ও সঠিক বাণী, যে যুদ্ধ হচ্ছে আসলে কিছু মানুষ এর পিছনে রয়েছে যারা এ থেকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। তিনি আরো বলেন, আজকের বক্তৃতায়ও 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এর প্রেক্ষাপটে বক্তৃতা করা হয়েছে, আর এটিই আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং তা-ই সত্য।

এরপর যামীদা কমিউনিটির সদস্য আবু ইউসূফ সাহেব বলেন, আমি আজ যা শুনেছি এবং দেখেছি এতে আমি গভীর ভাবে অভিভূত। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন, আর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এগুলো আমাদের অনুসরণ করা উচিত। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ থেকে এটিও প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কখনো বাহুবলে কাউকে ইসলামভুক্ত করেননি। আর মহানবী (সা.) কিভাবে মানবতার সেবা করেছেন তা-ও তিনি তুলে ধরেছেন। কুরআনের শিক্ষার আলোকেও ইসলামী শিক্ষার ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন, যেভাবে কুরআনে এসেছে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (সূরা আল্-বাকারা: ২৫৭)। আর মহানবী (সা.) খ্রিস্টান, ইহূদী এবং হিন্দু বা যেকোন ধর্মের অনুসারীদেরকে কিভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন তা-ও তুলে ধরেছেন এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান।

এরপর তৃতীয় অনুষ্ঠান হয়েছে ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। এতে ১১টি অনুষদ রয়েছে, আর মূল ক্যাম্পাসে ৫৩ হাজারের অধিক ছাত্র পড়াশোনা করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ৭ সহস্রাধিক। এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষের মত ছাত্র এখান থেকে পড়াশোনার পাট সম্পন্ন করেছে। আমি 'চ্যান্সেলর' সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার তৃতীয় বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি। এক বন্ধু এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তার নাম ক্যাট কোরিয়ার সাহেব। তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিজেনাস এল্ডারস এর সদস্য। তিনি বলেন আজকের দিনটি ছিল একটি উপহার। এমন কথা শুনে আমি সত্যিই অভিভূত এবং আনন্দিত যে, আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর জন্য কাজ করতে পারি/করছি। এদেরও অধিকার পদদলিত হয়েছে অথবা অন্ততপক্ষে এরা মনে করে যে, সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত ছিল এবং স্থানীয়দের বা আদিবাসীদের যে অধিকার তা দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, এখানে যে কথা আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, তা হলো, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যা বলেছেন তা হৃদয়ের গভীর থেকে বলেছেন। যখন কেউ হৃদয়ের গভীর থেকে সত্য কথা বলে তা সব সময় স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকে। তিনি পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে এখানে এসে সেই বার্তা দিচ্ছেন যা আমরা পছন্দ করি এবং যা আমাদের কাছে খুব প্রিয়। অনুরূপভাবে এক ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তার নাম সেরেল ক্র্যাস। তিনি বলেন, এটি খুবই সুন্দর এক উপলক্ষ্য ছিল, যাতে আমরা ইসলামের কিছু সত্যিকার শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে এখন

আমার কিছুটা জ্ঞান লাভ হয়েছে। এখন আমি শুধু ধারণার অনুসরণ করছি না বরং জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তির প্রেক্ষাপটে খুবই সুন্দর কথা বলেছেন। এ কথাগুলো বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম বুঝিয়েছেন যে, আমাদের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক মিল এবং সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এটিও আমার খুব ভালো লেগেছে যে, আমাদের এবং আপনাদের মূল্যবোধ মূলতঃ একই।

অপর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদিকতা বিভাগের এক অধ্যাপক তার সব ছাত্রকে বক্তৃতা শোনার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন। একজন সাংবাদিক ইউসার আল্ বারানী বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের কথা বলেছেন যা আমার খুব ভালো লেগেছে। সাংবাদিক হিসেবে আমি প্রায়ই শান্তি এবং নারী অধিকার সম্পর্কে ফোনকল ধরি। (ইনি একজন মহিলা) কোন ধর্মীয় নেতা যখন এ বিষয়ে আলোচনা করেন তখন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে থাকে। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুব সুন্দরভাবে ইসলামী বিশ্বে বিরাজমান সমস্যাবলী তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে, এর পেছনে অন্যান্য শক্তির হাত রয়েছে। এ কথা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম পৃথিবীর যখন অবস্থা সম্পর্কে পড়েন তখন তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হন।

এরপর একজন পাদ্রী বলেন, তিনি কুরআন থেকে যে সব কথা উপস্থাপন করেছেন তা খুবই সহজবোধ্য। আর এ কথা আমার খুব ভালো লেগেছে যে, পৃথিবীতে যে বিভিন্ন যুদ্ধ হচ্ছে, তা বিভিন্ন শক্তির সাহায্যে এবং তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। বিভিন্ন সরকার যদি তাদেরকে সাহায্য করা পরিত্যাগ করে তবে এই সব কিছুর সমাপ্তি ঘটতে পারে। এরপর আমরা সিস্কাটন গিয়েছিলাম, সেখানেও সংবাদ সম্মেলন হয়েছে, জামাতী অনুষ্ঠান ছিল সেখানে। যদিও অ-আহমদীদের সাথে কোন অনুষ্ঠান ছিল না কিন্তু প্রচার মাধ্যমের সুবাদে, রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মোটের ওপর ১.৭৮ মিলিয়ন অথবা প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ জমাতের সংবাদ পেয়েছেন।

এরপর রিজাইনায় 'মসজিদে মাহমুদ'এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল, সেখানেও জুমুআর পর সন্ধ্যায় মসজিদের উদ্বোধনের প্রেক্ষাপটে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। দুই শতাধিক অতিথি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিস্কাটনের প্রধান মন্ত্রী, উপ-প্রধান মন্ত্রী, রিজাইনা শহরের মেয়র, গণ নিরাপত্তা মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহরের বর্তমান এবং সাবেক মেয়র, সিস্কাটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষা বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক, পাদ্রী, পুলিশ প্রধান এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রিজাইনা মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা শোনার পর বিশ্বধর্ম বিষয়ের এক অধ্যাপক বলেন, খুবই তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত এবং আকর্ষনীয় বক্তৃতা ছিল, এটি সেসব বক্তৃতা থেকে স্বতন্ত্র ছিল যা আমি ওয়ার্ল্ড রিলিজিওন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে অন্যত্র শুনেছি। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের যে কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে তা হলো, তাঁর এই স্পষ্ট এবং অনুসরণযোগ্য কথা যে, পৃথিবীতে সবাই শান্তি চায় কিন্তু এটি সে সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে উপেক্ষা করে অর্জিত হতে পারে না যারা দুঃখ-

কষ্টে জর্জরিত। আমার মতে এ বাণী খুবই স্পষ্ট ছিল। পুনরায় বলেন, আমার মতে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান সম্পর্কে মানুষ যেখানে সন্দীহান এবং বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তিতে নিপতিত এমন ক্ষেত্রে খলীফার বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সে সকল ভুল-ভ্রান্তি দূর করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন। আর তাঁর বাণী আমাদের আন্তঃ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য এবং শ্রদ্ধাবোধের ভিতকে দৃঢ় করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এরপর সাস্কাটনের আইনপ্রণেতা পরিষদের সদস্য পল ম্যারি ম্যান বলেন, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সেখানে মানুষ কৃত্রিমভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে আর মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এমন কোন উক্তি চোখে পড়েনি। আমার মনে হয়েছে, তিনি গভীর ভালোবাসার সাথে নিজের দিকে আহ্বান করছেন। সবাইকে ভালোবাসা দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। আমি মনে করি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এরই নাম অর্থাৎ প্রতিবেশীদের ভালোবাসা এবং অন্যদের সাহায্য করা। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা আমি তুলে ধরেছিলাম, তিনি সেদিকেই ইঙ্গিত করছেন। তিনি আরো বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেন এমন একটি জামাত মসজিদ নির্মাণ করে যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচারক কেননা সিস্কাটনের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী আর সবার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখা উচিত এবং সহনশীলও হওয়া উচিত।

সাস্কাটনের বিরোধীদলীয় নেতা ট্রেন্ট ওয়েদাস্পুন বলেন, আজকের এই গণজমায়েত খুবই সুন্দর এক সমাবেশ ছিল। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী ছিল অত্যন্ত জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমাদের বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমমূল্যবোধগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে আহমদীরা মানবতাকে প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী- 'আমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করি অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত' আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, এটি পারস্পরিক সহনশীলতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার এক বাণী ছিল। তিনি সেই সব মূল্যবোধকে চিহ্নিত করেছেন যা আমাদের সবার মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। এ মূল্যবোধ শুধু আমাদের শহর রিজাইনা বা আমাদের প্রদেশ সিস্কাটনকে শক্তিশালী করার জন্যই নয় বরং আমাদের দেশ এবং পুরো বিশ্বকে শক্তিশালী করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রিজাইনায় অভ্যর্থনা এবং মসজিদের উদ্বোধনের পর প্রচার মাধ্যমে যে কভারেজ হয়েছে সেক্ষেত্রে টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে সাংবাদিক সম্মেলনও হয়েছে আর বিভিন্ন ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারও হয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার প্রায় ছয়-সাতটি প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ছিল। রেজাইনা মসজিদের উদ্বোধন এবং সংবাদ সম্মেলনের কল্যাণে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মাধ্যমে ১.৯৭ মিলিয়ন বা ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। লয়েড মিনিস্টারে 'বায়তুল আমান' মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। রেজাইনার পর ছোট্ট একটি জায়গা এটি আর বেশির ভাগ তেল ব্যবসায়ীরা সেখানেই গিয়ে থাকে। ৪৯ জন অ-

আহমদী অতিথি সেই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন যাদের মাঝে সিস্কাটন লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্যরা, সাবেক সাংসদ, নব নির্বাচিত মেয়র, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার মেয়র, ডিপুটি মেয়র, কাউন্সিলর, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সাবেক প্রতিরক্ষা এবং অভিবাসন মন্ত্রী জেসন ক্যানি সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যার সাথে আমাদের জামাতের বেশ পুরোনো সম্পর্ক, আর আমার সাথেও তার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়া একটি ছোট জামাত কিন্তুউৎসাহ ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করার মাধ্যমে তারা ইসলামের উজ্জ্বল অবয়ব বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে। বর্তমানে পৃথিবীর যে অবস্থা বিরাজমান, আর উগ্রবাদ সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে অর্থাৎ বলা হয় যে, ইসলাম উগ্রবাদের প্রবক্তা, এমন পরিস্থিতিতে জামাতে আহমদীয়া একটি মহৌষধ। এটি সেই জামাত যা কানাডার সভ্যতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে এবং নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন এবং জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সফর পুরো এলাকার জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হবে আর মানুষের সামনে ইসলামের সুন্দর চেহারা তুলে ধরবে। তিনি আরো বলেন, আজকের বক্তৃতায় জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সেই সমস্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর খন্ডন করেছেন যা মানুষের হৃদয়ে ইসলাম ও মসজিদ সম্পর্কে দানা বাঁধতে পরে। মসজিদের উদ্বোধন খুবই ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ এবং আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মূল্যবোধের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ। আমি পূর্বেও বলেছি, জামাতের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। লাহোরে দারুয যিক্‌র ও মডেল টাউনে শাহাদাতের যে ঘটনা হয়েছিল তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন। সর্ব প্রথম তার পক্ষ থেকেই আমার কাছে সমবেদনামূলক ফোন আসে। এরপর তিনি এটিও ওয়াদা করেন যে, শহীদদের পরিবারকে কানাডায় পুনর্বাসনের চেষ্টা করব। আর এ দিক থেকে তিনি তার কথা রেখেছেন। আল্লাহ্‌র ফযলে সব শহীদদের পরিবার এখন সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারী একজন অতিথি হলেন জন গোরমিলে সাহেব। তিনি রেডিও-তে একটি অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও বটে। তিনি বলেন, মসজিদের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে খলীফা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মসজিদ শুধু ইবাদতের জন্যই নয় বরং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির সমবেত হওয়ার স্থান এটি। এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতে আহমদীয়া অনেক কাজ করছে। যখন কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে তখন জামাতে আহমদীয়াই সর্বপ্রথম পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং বিভিন্ন ধর্মকে একই প্লাটফর্মে সমবেত করার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, খলীফা আমাদেরকে এই বাণীও দিয়েছেন যে, স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ এবং এটি ইসলামী শিক্ষা। জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা সমাজের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে। যেখানেই তারা বসবাস করে সেখানে সমাজের মূলধারার সাথে মিলেমিশে থাকে এবং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা করে।

এরপর ক্যালগেরী গিয়েছিলাম। সেখানে বড় জামাত রয়েছে, শহরও বড় আর আমাদের মসজিদও অনেক বড় এবং সুন্দর। ১১ই নভেম্বর জুমুআর পর সেখানে শান্তি সম্মেলন ছিল যাতে প্রায় ৬৪৪ জন অতিথি যোগদান করেন। এসব অতিথির মাঝে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন যিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এখন ক্ষমতা নতুন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সেইসাথে আলবার্টার মানব সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রী, ক্যালগেরীর সাবেক এবং বর্তমান মেয়র, সাবেক মন্ত্রী জেসন কেনী যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, ক্যালগেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং ভাইস চ্যান্সেলর, পাশ্ববর্তী কিছু এলাকার মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র, রেডডিয়ার কলেজের প্রেসিডেন্ট, লেজিস্লেটিভ এসেম্বলির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।প্রায় ছয় শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ছিল। শিক্ষিত লোকদের সমন্বয়ে ভাল এক জমায়েত এবং সমাবেশ ছিল এটি। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার সাহেবও এখানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমি জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করতে শুনেছি। তিনি সব সময় ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী পৃথিবীতে প্রচার করে আসছেন। আমার বক্তৃতার পর তিনি তার মন্তব্যে আরো বলেন, আজ সন্ধ্যায়ও তিনি তাই করেছেন। এটি এক মহান বাণী ছিল আর এটি তাঁর জামাতের প্রতিটি সদস্যের অবস্থার প্রতিচ্ছবিও বটে। আমার মতে জামাতে আহমদীয়ার মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবার তা শোনার প্রয়োজন রয়েছে। আজকের যুগে উগ্রপন্থী শ্রেণী ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য উঠেপড়ে লেগে আছে আর সাধারণ মানুষ মনে করে যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইসলামের অর্থই হলো শান্তি, ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম প্রায় সকল সমস্যা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। এটি খুবই কঠিন একটি বিষয় ছিল, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি সবাইকে এই পরামর্শই দিব যে, যদি তারা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা না শুনে থাকে তাহলে অবিলম্বে তাদের অবশ্যই তা শোনা উচিত।

অনুরূপভাবে ক্যালগেরীর মেয়র নাহিদ নেনশি বলেন, খুবই উন্নত এক বক্তৃতা ছিল এটি যাতে খলীফা বড় বীরত্বের সাথে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন যে, ইসলামে কোন প্রকার ধর্মীয় উগ্রতার স্থান নেই। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বে এমন কথা শুনতে পারা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি অর্থাৎ সেখানকার মেয়র একজন আগাখানী শিয়া।

ক্যালগেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর তার স্ত্রীর সাথে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই বাণী ছিল শান্তির বাণী যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মূলত ডাচ আর আমাদের এখানে প্রবাদ রয়েছে যে, unknown is unloved অর্থাৎ অজ্ঞাত অচেনা এক মানুষের সাথে ভালোবাসা কীভাবে হতে পারে। একই অবস্থা ইসলামেরও। ইসলামের প্রকৃত চিত্র যখন স্পষ্ট হয় ইসলাম তখন আকর্ষণীয়

হয়ে ওঠে। আজকে আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের কথা শোনার সুযোগ পেয়েছি। আজ থেকে ইসলামকে আমরা সুদৃষ্টিতে দেখব এবং ইসলামকে পূর্বের চেয়ে বেশি ভালোবাসব।

এরপর আলবার্টা পার্টির নেতা, ক্যালগেরী লেজিস্লেটিভ এসেম্বেলির সদস্য গ্রীণ ক্লার্ক বলেন, এটি হৃদয়ে দাগ কাটার মত এক বাণী যা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাসম্মত এবং যুগের চাহিদানুযায়ী ছিল। এর মাধ্যমে ক্যালগেরী এবং কানাডার মানুষ জানতে পেরেছে যে, ইসলাম এক শান্তিপ্রিয় ধর্ম। এই কথা অন্যদের কাছেও আমাদের পৌঁছানো উচিত যে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ এক ধর্ম আর এটিই সত্য।

এরপর ব্রায়ান লেটাল শেফ তার অভিব্যাক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তি স্থাপনের বিষয়বস্তুর মাঝেই বক্তৃতা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এটি খুবই সুন্দর একটি রীতি। ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম ছিল। আমার আশঙ্কাও ছিল আর প্রচারের কারণে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দও ছিল। আমি ভাবতাম যে, কুরআন কী সত্যিই নৈরাজ্যের শিক্ষা দেয়? আজ অবশেষে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম কুরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম। পূর্বে আমি সফরকালে যখনই মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতাম তখন আমার এই আশঙ্কা হতো যে, কোথাও আবার সে সন্ত্রাসী হামলা না করে বসে। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামী শিক্ষাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যেই পয়গাম বা বাণী দিয়েছেন এর আমাদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, কেননা পৃথিবীতে অনেক অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সবাইকে অবহিত করেছেন যে, সহানুভূতি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদেরকে ঘৃণার মোকাবেলা করতে হবে।

এক ভদ্র মহিলা ক্যালী সাহেবা বলেন আমার ধারণাও ছিল না যে, এত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছি। আমি আমার এক বান্ধবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি যিনি আমাকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। তিনি বলেন, আমি আনন্দিত যে, আমি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। সর্বত্র ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা বিরাজ করে এমন কোন অনুষ্ঠান আমি দেখিনি, আর জামাতের ইমামের বাণী খুবই উন্নত ছিল। আমার মত স্বল্পজ্ঞানী মানুষ এটি বুঝতে পেরেছে যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে স্বাগত জানায়। তাই আমাদের ইসলামকে ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। যে কথার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে তা হলো মুসলমানদেরকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত । তিনি আরো বলেন, অ-মুসলিম আলেমদের যে সমস্ত রেফারেন্স এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে আমি পাশ্চাত্যের কতিপয় ধর্ম যাজকদের যেমন স্ট্যানলিপুল এবং আরো অনেকের রসূলুল্লাহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি যারা লিখেছেন যে তিনি (সা.) কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর সহনশীলতা কিরূপ ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন অমুসলিমদের যে সমস্ত কোটেশন বা উদ্ধৃতি তুলে ধরা

হয়েছে তা আমার খুব ভাল লেগেছে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে ইসলামের রসূলকে শান্তিপ্রিয় রসূল হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আহমদীদেরও উচিত কেবল পরিচিতির কারণে এক ব্যক্তিকে তো এক আহমদী অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছে কিন্তু যার সাথে পরিচিত হয় তাকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে জানানো উচিত, আর এভাবে কথা বললেই তবলীগের পথ সুগম হয়। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, শুধু জাগতিক কথাবার্তা বলবে আর ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানা থাকবে না। ইনি এক আহমদীর পুরোনো বান্ধবী। তার এই বোধোদয় হয়েছে যে, এক বান্ধবীর খাতিরে এই অনুষ্ঠানে আমি যোগদান করেছি কিন্তু সেই আহমদী বান্ধবী তাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই বলেনি। আমাদের যুবক-যুবতীদের এদিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

ক্যালগরী পুলিশের এক কর্মকর্তা বব রিচার্ড বলেন, খুবই আকর্ষণীয় বক্তৃতা ছিল। ইসলাম কীভাবে মাল্টিকালচারিযমকে উৎসাহিত করে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাই তুলে ধরেছেন। আমাদের সমাজে এর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সবাইকে এক স্থানে সমবেত করছেন আর আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে তিনি উৎসাহিত করছেন। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের কথা আমার হৃদয়ে ঘর করেছে। বিশেষ করে তিনি বিশ্বে বিরাজমান সমস্যার যে সমাধান তুলে ধরেছেন তা আমার খুব ভালো লেগেছে, তিনি কুরআনের উদ্ধৃতিমূলে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ ধর্ম। দ্বিতীয় পক্ষের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য খারাপ থাকলেও মুসলমানদের সর্বাবস্থায় শান্তি বা মিমাংসার জন্য হাত প্রসারিত করা উচিত।

আরেকজন অতিথি আনিলালি ওয়ান সাহেবা বলেন, এটি আমার খুব ভাল লেগেছে যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সামনে পাশ্চাত্যকে বলেছেন যে, তাদের ন্যায়বিচার করা উচিত আর পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যার ক্ষেত্রে নিজেদের আচরণ এবং ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা উচিত। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সত্য বলেছেন যে, পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যার জন্য কোন এক পক্ষকে দায়ী করা যাবে না। কানাডার ইন্ডিজেনাস কমিউনিটি যারা রয়েছে তারা সেখানকার স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠি, তারা নিজেদের স্ব-স্ব গোত্রের মাঝেই জীবন যাপন করে আর শহরেও আসে, এরা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী, তাদের একজন লিপু শিল্ড বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যে সততা এবং বীরত্বের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে কৃত আপত্তি অর্থাৎ ইসলাম সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয়, এর মোকাবেলা করেছেন এটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আর এটিও ভালো লেগেছে যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ইসলামী ধর্মীয় শাস্ত্র অর্থাৎ কুরআন থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এই সব অপবাদ ভ্রান্ত। তিনি আরো বলেন, জামাতের ইমাম পাশ্চাত্যকে যেভাবে বলেছেন যে, তারা মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহ করছে, এটিও সত্য ও সঠিক কথা। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ইসলামী যুদ্ধের পিছনে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা বাক্য ব্যবহার করেছেন আর তা হলো (to stop hand of apparition) এই বাক্য আমার খুবই ভাল লেগেছে। আমি সব সময় এটি স্মরণ রাখব যে, ইসলামী যুদ্ধ করা হয়েছে অত্যাচারের হাত বা অত্যাচারী হাতকে বাঁধা দেয়ার

জন্য। তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে আরো বলেন, আপনাদের খলীফা যুলুম এবং নিষ্পেষনের অর্থ খুব ভালো বুঝেন তাই আমার মনে হয়েছে যে, খলীফা আমাদের কষ্ট খুব ভালোভাবে বুঝবেন। এদের বিভিন্ন গোত্র রয়েছে, তাদের দশজন নেত্রীবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, সেখানেও ইনশাআল্লাহ্ তবলীগের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হবে। ক্যালগেরীতে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল, টেলিভিশন এবং প্রচার মাধ্যমের সুবাদে যেই কভারেজ হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আট দশটি টিভি চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকা এই সংবাদ প্রচার করেছে। বড় বড় পত্রিকা এবং জাতীয় পত্রিকাও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটের ওপর ক্যালগরীতে যেসব ইন্টারভিউ এবং সংবাদ সম্মেলন হয়েছে তার কল্যাণে ৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। কানাডা সফরকালে মিডিয়া এবং প্রচার মাধ্যমে ইসলাম এবং জামাত সম্পর্কে মোটের ওপর যেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৩২টি টেলিভিশন চ্যানেল ৫টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করেছে। আর এর মাধ্যমে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। রেডিওতে মোটের ওপর ৬টি ভাষায় ৩০বার সংবাদ প্রচার হয়েছে আর এর মাধ্যমে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে মোট ২২৭টি পত্রিকায় ১২টি ভাষায় সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে এবং প্রায় ৪.৮মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। সোশাল মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় ১৪.৬ মিলিয়ন মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। এভাবে মোটের ওপর ধারণা অনুসারে সব মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন বা ৬ কোটির অধিক মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

অতএব এটি খোদার কৃপা আর খোদার এই কৃপাকে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত এবং এই ফসলকে ঘরে উঠানো উচিত। আর কানাডা জামাতের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যেন খোদার কৃপা বর্ষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কাজে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্য অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। পৃথিবীতে তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে পৃথিবীতে উড্ডীন রাখা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত। যদি এটি হয় তাহলেই খোদা আমাদের প্রচেষ্টাকে কৃপাধন্য করবেন এবং কাজে বরকত দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন। এখন আমি পীসভিলেজ এবং এবোর্ড অব পিসে বসবাসকারী আহমদী, সেখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশ আহমদী প্রায় শতকরা ৯৯ বা এরও বেশি জনবসতী হবে যারা আহমদী, তাদেরকে বলব যে, নিজেদের আহমদী পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি করুন এবং সেটিকে স্থায়ী রূপ দিন, চেষ্টা করুন যেন সঠিক ইসলামী আদর্শ আপনাদের মাধ্যমে ফুটে ওঠে বা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে আমার উপস্থিতিতে খিলাফতের প্রতি যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা আপনারা প্রকাশ করেছেন পরবর্তীতেও সেটি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত থাকে। নিজেদের মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে যাবেন না যে, খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আর তাঁর ইবাদতে

আমাদের কখনো অলস হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।